প্রথম আলো

বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রসঙ্গ : মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাব ও আবেগ চিন্তার সূচনা করে এবং এ চিন্তার শুরু, অনুশীলন ও উৎকর্ষ লাভ হয়ে থাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে। প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশু জন্মের পর থেকে ভাষাবিকাশ পর্যন্ত একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা আয়ত্ত করে থাকে, অর্থাৎ শৈশবে শিশু একটি ভাষা শিখে থাকে, যেটিকে তার মাতৃভাষা বলা হয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শিশু আরও অনেক ভাষা আয়ত্ত করে। কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষাই শৈশবের ভাষার মতো আন্তরিক, জীবন্ত ও মননশীল হয়ে ওঠে না। মাতৃভাষাই চিন্তা, অনুভূতি ও স্বপ্নের ভাষা। মানুষের পক্ষে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ সম্ভব। মানুষের অনুভূতিপ্রবণ মন বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষা সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করে। মানুষের যেসব স্বাভাবিক বৃত্তি আছে এর বিকাশ সম্ভবপর হয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষাকে মায়ের দুধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মায়ের দুধের পুষ্টিগুণ যেমন একজন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে সম্ভব করে তোলে, মাতৃভাষা তেমনি মানবিক সত্তার স্বাভাবিক জাগরণ ঘটায়। আমাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করে মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের ফলে আমরা অপরাপর ভাষা আয়ত্ত করতে পারি।

বাংলাদেশের জনসমাজে প্রচারিত ও ব্যবহৃত শব্দসম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে যে ভাষা, তা-ই বাংলা ভাষা। অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা ছাড়াও আমাদের দেশে আরও অনেক মাতৃভাষা রয়েছে, যা বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা ভাষা এখন বিশ্বের দরবারে আসীন হয়েছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডাসহ বিশ্বের অনেক দেশে এখন বাংলা ভাষা প্রচলিত। কারণ ওই সব দেশে বহু বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বসবাস করে। ওই সব দেশে স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস, নববর্ষ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ছাড়াও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে।

আমরা মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে এ কারণে গর্বিত যে, এ ভাষার শোষণক্ষমতা অনেক। এ ভাষা নিজস্ব শব্দভাণ্ডার ছাড়াও অনেক দেশ ও জাতির ভাষাকে আয়ত্ত করে যুগে যুগে নিজেকে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী করেছে। শব্দভাণ্ডারই হলো ভাষার প্রধান সম্পদ। বাংলা ভাষার যেমন শব্দনির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণের ক্ষমতা।

বাংলাভাষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন ও ড. মোহাম্মদ ইউনূস তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মানবিকতা ও মননশীলতার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে করেছেন ঐশ্বর্যশালী, সুমহান। আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী। আমরা গর্বিত এ কারণে যে, জাতিসংঘ বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সারা বিশ্ব এ দিবসটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকে। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে ভাষাশহীদ ও ভাষাসৈনিকদের স্মরণ করি এবং মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদাপূর্ণ আসন দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হই।

ইয়াসমীন আরা লেখা
ডিন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।